# নিরাপদে গাড়ি চালানো

গাড়ি চালানোর সাধরন নির্দেশিকা এবং পথ-আইন

# মুদ্রিত

ভারতের ক্রম-বর্ধমান উন্নয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন রকমের সমস্যারও বৃদ্ধি ঘটছে। পথে যান বাহনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলায় ব্যস্ত থাকা, গাড়ি চালানো'র সময় মদ্যপান, ধুমপান এসব কিছুর কারণেই জীবন এবং অন্যান্য জিনিষের অপূরনীয় ক্ষতি হচ্ছে।

বেপরোয়া গাড়ি চালানো'র জন্য হতাহতের ঘটনার সংবাদ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং এই পরিসংখ্যানে যাতে নিজেরাও নথিভুক্ত না হই, সেই চেষ্টা করতে হবে।

এক শিক্ষিত এবং সাবধানী চালকদের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যারা অন্যান্য পথ ব্যবহারকারীদের প্রতি সংবেদনশীল হবেন, আইন মেনে চলবেন, এবং পথের দায়িত্ববোধ মেনে চলবেন, একমাত্র এভাবেই প্রতিদিনের পথ-দুর্ঘটনায় অহেতুক মৃত্যু এবং ক্ষতির পরিমান হ্রাস করা সম্ভব। আমাদের প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে আমাদের রাস্তার এবং যারা রাস্তা ব্যবহার করেন, তাঁদের স্বভাবও পরিবর্তন করতে পারব।

Langage: Bengali

প্রকাশিত

**হুবার্ট এবনার(ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড**

C-18, Chirag Enclave,
New Delhi - 110048 (ইন্ডিয়া)

**ফ্যাক্স:** +91 11 4610 7654
**ই-মেইল:** driving@he-india.com
**ওয়েব:** www.he-india.com
**© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত**

**প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর 2009**

প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনের কোনো অংশ, কোনো প্রকারের ইলেক্ট্রনিক , যান্ত্রিক, ফোটোকপি, রেকর্ডিং অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে, পুনর্মুদ্রন, সংরক্ষন বা প্রেরন করা যাবে না। ভাড়ার বিনিময়ে জনসাধারনের ব্যবহারযোগ্যও নয়।.

# বিষয়-সূচী

**পরিচিতি** 1

ভারতীয় পথের রূপরেখা 1

পথ ব্যবহারকারী এবং আইন 1

**ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের উপায়সমূহ** 3

সাধরণ 3

ট্রাফিক পুলিশ অথবা ওয়ার্ডেন 3

ট্রাফিক লাইট 5

ট্রাফিক বা পথের-চিহ্ন 7

বাধ্যতামূলক পথ-চিহ্ন 7

সতর্কতামূলক পথ-চিহ্ন 10

তথ্যমূলক পথ-চিহ্ন 15

পথ ও পায়ে হাঁটা পথের চিহ্ন 17

পথের ভ্রমনশীল বস্তুসমূহ 19

**পথ আইন এবং আত্মরক্ষামূলক গাড়ীচালনা** 21

লেন ম্যানেজমেন্ট 21

গতি 23

থামার দূরত্ব 25

পারস্পরিক দূরত্ব 26

ওভারটেক 28

বাম অথবা ডানদিকে ঘোরা 30

পিছনদিকে গাড়ি চালানো 31

ইউ-টার্ন 32

সঠিকভাবে গাড়ি চালনা এবং রাস্তার সংযোগস্থলে সতর্কতা 33

লাইট সিগন্যাল ব্যাতীত রাস্তার দাগ অতিক্রম 34

লাইট সিগন্যালের উপস্থিতিতে রাস্তার দাগ অতিক্রম 35

রাস্তার চক্র 35

পার্কিং 36

**বিভিন্ন প্রকার পথ ব্যবহারকারী** 39

পথচারী 39

সাইকেলচালক 40

আপাত-কালীন যান 41

ধীরে চলা যান 41

বড় এবং ভারী যান 41

স্কুলবাস 41

অটো রিকশা 42

দুই চাকার যান 42

পথ চলতি পশু 43

দৃষ্টমান প্রশিক্ষণের যান 43

ভারতীয় সড়ক-ব্যবস্থা, যা দেশের সব থেকে দূরবর্তী

অঞ্চলের সাথেও যুক্ত, অন্যতম বৃহৎ এবং জটিল যোগাযোগ-ব্যবস্থা। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৬ কোটি যান-বাহন আছে। ক্রম-বর্ধমান যানবাহনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে।

এই রকম অবস্থায় যথাযথ প্রশিক্ষিত চালকের অত্যন্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রশিক্ষনের মাধ্যমেই নিরাপদে গাড়ি চালানো শেখা যায়। শুধুমাত্র গাড়ি চালাতে জানা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও যানের সার্টিফিকেট থাকাই যথেষ্ট নয়। আপনাকে পথ নিরাপত্তা আইন লক্ষ্য করতে এবং মেনে চলতে হবে। এসবই আমার-আপনার নিরাপত্তার প্রয়োজনে এবং পথে আমাদের জীবনকে সুরক্ষিত রাখার জন্য।

## » ভারতীয় পথের রূপরেখা

সমীক্ষা এবং পরিসংখ্যান অনুসারে বিগত ৫০ বছরে ভারতে মোটর-যানের সংখ্যা ৭০গুন বেড়েছে, যেখানে সড়কের উন্নয়ন ঘটেছে মাত্র ৯গুন।

দেশের যানসংখ্যা ৫.৫ কোটিরও উপরে এবং প্রতি বছর অভূতপূর্ব হারে ২৫ লাখ করে বাড়ছে।

ভারতে, নিত্যযাত্রীদের কাছে পথ এবং জাতীয় সড়ক এক বিভীষিকা। পথ দুর্ঘটনা এবং ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ট্রাফিক আইন এবং নিয়মগুলি জানা উচিত। অন্যান্য পথ ব্যবহারকারীদের প্রতি সহনশীলতা এবং ধৈর্যও একজন নিরাপদ চালক হতে গেলে অন্যতম প্রয়োজন।

কতকগুলি সরল আইন নিয়েই জাতীয় সড়ক-বিধি গঠিত হয়েছে,কিন্তু তার সঠিক ব্যবহার পথ নিরাপত্তা এবং জীবনের সুরক্ষা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

পথে চলার সময় সব থেকে গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি হল:

- চালকের দায়িত্বশীলতা।
- ট্রাফিক চিহ্নগুলি ভালভাবে বোঝা এবং ট্রাফিক আইনের ব্যাপারে সার্বিক জ্ঞান।
- যানের নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন এবং যানের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান।
- রাস্তায় গাড়ি চালানো'র সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- অন্যান্য পথ ব্যবহারকারীদের প্রতি সঠিক আচরন।
- কঠিন এবং বিপদকালীন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন।
- প্রাথমিক চিকিৎসা জ্ঞান।

## » সড়ক ব্যবহারকারী এবং আইন

মোটরযান চালানো এক দায়িত্বপূর্ন কাজ। ট্রাফিক আইন এবং নিয়মগুলি বোঝা এবং সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান, অন্যান্য পথ ব্যবহারকারীদের প্রতি সহনশীলতা আপনাকে এবং অন্যদের সুরক্ষিত রাখবে এবং পথ নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্ত করবে।

ট্রাফিক আইন এবং নিয়মগুলি বোঝা এবং সেগুলির সঠিক ব্যবহার পথ দুর্ঘটনা কমাতে ও প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করে।

পথ ব্যবহারকারীদের ভেতরে পথচারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং দৃষ্টিহীন ব্যক্তি,সাইকেল-চালক, সাইকেল-রিকশা চালক এমনকী ঘোড়ায়-টানা গাড়িও আছে।

# পরিচিতি

ট্রাফিক নিয়মগুলি এক বিধিবদ্ধ আইন। এগুলির যথাযথ পালন না করা এবং মেনে না চলা ফৌজদারী অপরাধের ভেতর পড়ে, এবং যার ফলে জরিমানা, ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল এমনকী গুরুতর ক্ষেত্রে কারাবাস পর্যন্ত হতে পারে।

প্রশিক্ষনহীন চালক এবং বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ফল মারাত্মক হতে পারে, জীবন এবং অন্যান্য জিনিষের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে।

প্রতি বছর ভারতে পথ দুর্ঘটনায় ১০,০০০ এর উর্দ্ধে মানুষের মৃত্যু হয়।

আরো দশলক্ষ মানুষ আহত হন বা অঙ্গহীন হন। তাঁদের বেশির ভাগই পথচারী নয়ত সাইকেল আরোহী বা দু'চাকার গাড়ির আরোহী।

ভারতে গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত খেয়াল, দক্ষতা এবং সতর্কতার প্রয়োজন।

পথ-নিরাপত্তার বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, কিংবা গুরুতর শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। অনেক পথ দুর্ঘটনাই মানুষের জীবনে তীব্রমাত্রায় দুর্ভোগ এবং আর্থিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপার্জনশীল মানুষটিকে হারানো'র ফলে অনেক পরিবারকে তীব্র আর্থিক অনটনের মুখে পড়তে হয়। দারিদ্র্যের এটি একটি কারণ এবং অর্থ-সামাজিক বৃদ্ধিকেও ব্যাহত করে।

সারা বিশ্বজুড়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত এবং শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ডাবলিউ এইচও (w.h.o) এর একটি হিসাব অনুসারে আগামী ২০২০ সালে অস্বাভাবিক মৃত্যুর অন্যতম তৃতীয় কারণ হয়ে দাঁড়াবে, পথদুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু।

বর্তমানে রাস্তাগুলির পরিস্থিতি খুবই বিশৃঙ্খল। আমাদের এসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন:

- গাড়িচালানোর দক্ষতা এবং প্রশিক্ষনে,
- রাস্তা এবং ট্রাফিকের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে,
- পথ ব্যবহারকারী এবং আইন কার্যকারী অফিসারদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায়।

নিম্নলিখিত কার্মসূচীর যথাযথ রূপায়ন, পথদুর্ঘটনার সংখ্যা নিয়মিতভাবে হ্রাস করতে সাহায্য করবে এবং পথের পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করবে:

- সড়ক উন্নয়নের সক্রিয় পরিকল্পনা।
- পথ নিরাপত্তার সঠিক কৌশলগত প্রয়োগ।

- সমস্ত পথব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষিত করতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।
- পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সমস্ত পথব্যবহারকারীদের সঠিক তথ্য পরিবেশন।
- পথনিরাপত্তার বিষয়ে,নতুন কার্যধারায় উন্নত নিয়মিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান।
- আত্মরক্ষামূলক গাড়িচালানো এবং নিরাপত্তার কৌশলের জন্য প্রশিক্ষনের কার্যসূচী।

পথ নিরাপত্তা একই সঙ্গে একক এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধ।

সঠিকভাবে আত্মরক্ষামূলক গাড়িচালানোর প্রশিক্ষন, অতিমাত্রায় সতর্কতা অন্যান্য পথ ব্যবহারকারীদের প্রতি সহনশীলতা এবং সৌজন্যবোধ ও সাধারনজ্ঞানের সমন্বয়ই পথ-নিরাপত্তা বজায় রাখবে।

# ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের উপায়সমূহ

300175

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের উপায়গুলি প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট কিছু অনুষঙ্গ বা ব্যবস্থা যা সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন, রাস্তায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং পথ-দুর্ঘটনা এড়াতে, সতর্ক করা, জানানো এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন।

ট্রাফিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নিয়মগুলি পথচারী বা যানচালক, যাঁরা রাস্তা ব্যবহার করবেন তাঁদের সবার জন্য প্রযোজ্য।

## » সাধারন

পাঁচ প্রকারের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের উপায় আছে। বড় থেকে ছোট পর্যায়ক্রমে সেগুলি নিম্নরূপ:

- ট্রাফিক আর্জেন্ট অথবা ওয়ার্ডেন।
- ট্রাফিক লাইট অথবা পথ-সিগন্যাল।
- ট্রাফিক বা পথ-চিহ্ন।
- ট্রাফিক, পথ বা পায়ে-হাঁটা পথের চিহ্ন।
- পথের চলনশীল বস্তু অথবা অন্যান্য অনুষঙ্গ

## » ট্রাফিক পুলিশ বা ওয়ার্ডেন

কোনো ভারপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত ট্রাফিক পুলিশ, ওয়ার্ডেন, এন.সি.সির ছাত্র হোমগার্ড বা অন্য কোনো ব্যক্তি হাতের সিগন্যাল/নির্দেশের মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন করে থাকেন। তাঁদের নির্দেশই চূড়ান্ত এবং উপরিউক্ত অন্যকোনো ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের উপায়ের ব্যবহার করে তা অমান্য করা যাবে না। উদাহরন স্বরূপ যদি আলোর সিগন্যাল সবুজ হয়, এবং ট্রাফিক ওয়ার্ডেন আপনাকে থামার জন্য নির্দেশ দেন তা হলে আপনাকে থামতে হবে।

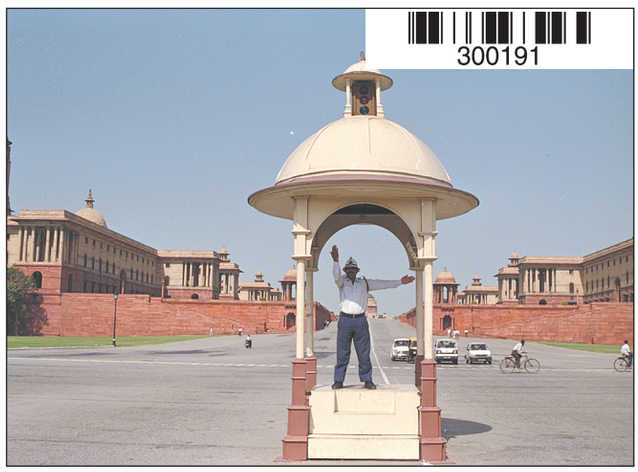



300191

## হাতের মাধ্যমে সিগন্যালগুলি নিম্নরূপ

- পিছনদিক থেকে আসা কোনো যানকে থামানোর জন্য।

300554

- সামনের দিক থেকে আসা কোনো যানকে থামানোর জন্য।.

300555

- সব রকম যানবাহনকে থামার নির্দেশ

300556

- সামনের দিক থেকে এবং পিছনদিক থেকে আসা যানগুলিকে একইসঙ্গে থামানোর জন্য।

300557

- বাম এবং ডান দিক থেকে আসা যানগুলিকে সোজা যাওয়ার অনুমতি।

300558

# ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের উপায়সমূহ

- বাম এবং ডান দিক থেকে আসা যানগুলিকে ডান দিকে ঘুরে যাওয়ার অনুমতি।

300559

- শুধুমাত্র বাম দিক থেকে আসা যানগুলিকে সোজা যাওয়ার অনুমতি।

300560

- শুধুমাত্র বাম দিক থেকে আসা যানগুলিকে ডান দিকে ঘুরে যাওয়ার অনুমতি।

300561

- শুধুমাত্র ডান দিক থেকে আসা যানগুলিকে সোজা যাওয়ার অনুমতি।

300562

- শুধুমাত্র ডান দিক থেকে আসা যানগুলিকে ডান দিকে ঘুরে যাওয়ার অনুমতি।

300563

## ফাঁকা বামদিক

সাধারনত: ছোট এবং মাঝারি মাপের মোড়গুলিতে বাঁ-দিক ফাঁকা থাকে না।

বড় কোনো মোড়ে বাঁ-দিকে ঘোরার সময় ট্রাফিক সিগন্যালের অবস্থান লক্ষ্য করবেন।

300754

কোনো মোড়ের উপর, যেখানে ট্রাফিক আলো রাস্তার বাঁ-দিকে বসানো আছে, সেখানে বাঁ-দিকটি  ফাঁকা নয় এবং আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, কখন সিগন্যাল আপনাকে বাঁ-দিকে ঘোরার অনুমতি দেয়।

ট্রাফিক আলো ছাড়াও নিয়ম-মাফিক সাইন-বোর্ড থাকে যেখানে নির্দেশ দেওয়া থাকে বাঁ-দিকটি ফাঁকা আছে কি না।

যদি বাঁ-দিকটি ফাঁকা না থাকে তাহলে কখন ট্রাফিক আলোটি সবুজ হয় তার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ।

300565

## »ট্রাফিক আলো

যানবাহনের গতিবিধিকে নিয়ম-মাফিকভাবে নিয়ন্ত্রন করার জন্য, ট্রাফিক আলো সাধারনত: মোড়ের মাথায় বসানো হয়ে থাকে। সমস্ত যানকে এই ট্রাফিক আলো অনুসারে যাতাযাত করতে হয়। আপনার সামনে থাকা ট্রাফিক আলোটির নির্দেশ, আপনি অবশ্যই মেনে চলবেন।

আলো'র সিগন্যালগুলি ঠিক মোড়ের মাথায় বসানো হয়ে থাকে। ডিভাইডার না থাকলে, তখন সেক্ষেত্রে সেগুলি রাস্তার বাঁ-দিকে বসানো হয়।

300203

প্রায় হয়ত রাস্তায় উপরে দুটি আলোর সিগন্যাল থাকে -একটি ট্রাফিকের কাছাকাছি এবং অপরটি রাস্তার অন্যধারে, কারণ অতিরিক্ত ভীড়ে কাছেরটি যদি নজরে না পড়ে, সেজন্য এই ব্যবস্থা।

ট্রাফিক আলোর সিগন্যাল তিন রকমের। সেগুলি যে ধরনের নির্দেশ দেয় তা নিম্নরূপ :

300453

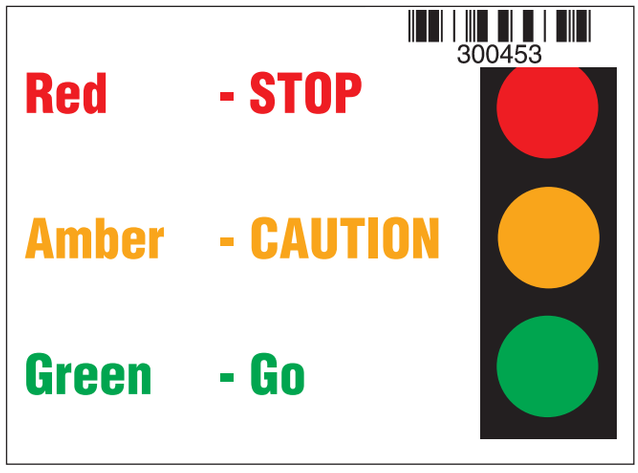


### লাল আলো

300202

লাল আলো মানে আপনাকে থামার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু আপনি যদি বাঁ-দিকে মোড় নিতে চান তাহলে নিশ্চিত হয়ে নিন যে বাঁ-দিকটি ফাঁকা আছে কি না।

### হলুদ আলো

300204

হলুদ আলোর অর্থ হল সাবধান। যদি এটি লাল আলোর পরে জ্বলে, তবে, তার মানে চালককে চলার জন্য তৈরি হতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং যদি এটি সবুজ আলোর পরে জ্বলে, তবে তার মানে ধীরে চলা এবং থামার জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ।

### সবুজ আলো

300206

সবুজ আলো মানে যদি নিশ্চিত হন তবে আপনি চলতে পারেন

তবুও সবসময় সচেতন থাকতে হবে এবং পরিস্থিতি অনুসারে থামার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

### লাল আলোর তীরচিহ্ন

300493

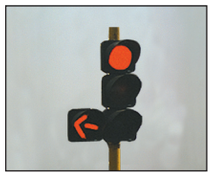

লাল আলোর তীরচিহ্ন মানে, যে সব যানবাহন লাল তীরচিহ্নের দিকে যাচ্ছে তাদের থামার নির্দেশ।

### সবুজ আলোর তীরচিহ্ন

300505

সবুজ আলোর তীরচিহ্ন মানে, যে সব যানবাহন সবুজ তীরচিহ্নের দিকে যাচ্ছে, তাদের যাওয়ার অনুমতি।

# ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের উপায়সমূহ

## বারবার জ্বলা লাল আলো

বারবার জ্বলা লাল আলোর মানে হল ধীরে চলার জন্য সতর্ক করা। এই আলোগুলি সাধারনত সামনে কোনো বড় রাস্তা থাকলে, প্রহরী-বিহীন রেল লাইনের সামনে, বড় বড় সড়কের সংযোগস্থলে, অথবা যখন কোনো ব্যস্ত রাস্তায় আপনি ঢুকতে চাইছেন/পার হতে চাইছেন সেসব জায়গায় বসানো হয়ে থাকে।

আপনি অবশ্যই

- থামবেন,
- দেখবেন
- এবং নিশ্চিত হলে তবেই চলতে শুরু করবেন।

## বারবার জ্বলা হলুদ আলো

বারবার জ্বলা হলুদ আলো একটি সতর্কতামূলক নির্দেশ। এটি আপনাকে সতর্ক করে এইজন্য যে সামনে কোনো রাস্তা মোটরযান চলচলের কারণে বড় রাস্তায় মিশেছে, ডিভাইডারটি বিভক্ত আছে অথবা সামনে মোড় আছে।

আপনি অবশ্যই

- ধীরে চালাবেন
- নিশ্চিত হলে তবেই চলতে শুরু করবেন।

## পথচারীদের জন্য আলোর সিগন্যাল

পথচারীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সিগন্যাল আছে। মানুষের চেহারা যুক্ত অথবা চেহারা ছাড়া আলোর সিগন্যাল যাঁরা রাস্তা পার হতে চাইছেন তাঁদের জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকে।.

পথচারীরা, অবশ্যই আলোর সিগন্যাল সবুজ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন এবং শুধুমাত্র জেব্রা-ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপার করবেন।

**লাল মানে থামা**

**বারবার জ্বলার অর্থ, লাল রং হওয়ার আগে সাবধান করা বা জানান দেওয়া।**

**সবুজের অর্থ হল রাস্তা পার হওয়া যেতে পারে।**